দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

মানসম্পন্ন শিক্ষায় মনোযোগী হোন

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

□□বিশেষ প্রতিনিধি ১৯ মার্চ, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার গুণগত মান বজায় রেখে উপযুক্ত চিকিৎসক গড়ে তুলতে যথাযথ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করার জন্য বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার মানটা যথাযথ আছে কিনা সেদিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। কারিকুলামগুলো ঠিকমতো আছে কিনা সেই দিকেও একটু বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। একই সঙ্গে চিকিৎসকদের উচ্চশিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

গতকাল রবিবার সকালে রাজধানীর ফার্মগেটস্থ বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ সোসাইটি অব ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন'র তৃতীয় এবং বাংলাদেশ ক্রিটিক্যাল কেয়ার নার্সিংয়ের প্রথম আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী এ সময় নতুন নতুন রোগের পাশাপাশি নতুন নতুন যে প্রযুক্তি আবিষ্কার হচ্ছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য চিকিৎসক সমাজের প্রতি আহবান জানান।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি বলেন, আমাদের চিকিৎসকদের আরো উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য আমরা বিদেশে পাঠাতে চাই। যদি অন্যদেশ পারে তবে, আমরা পারবো না কেন? কারণ আমাদের মেধা বা জ্ঞান কোনটিরই অভাব নেই। তবে সুযোগের অভাব ছিল। যেটি আমরা এখন করে দিচ্ছি। শিক্ষার মানের প্রতি নজর দেওয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বই লেখার প্রতিও মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মেডিক্যাল সাইন্স এখন অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। আর এসব বই এত দামী যে, সবার পক্ষে তা কেনা সম্ভব নয়। কাজেই আমার মনে হয় আপনাদের বিভিন্ন এসোসিয়েশন আছে এবং মন্ত্রণালয় থেকেও এটার উদ্যোগ নেওয়া উচিত এবং প্রত্যেকটি মেডিক্যাল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য লাইব্রেরিটা একান্তভাবে প্রয়োজন।

শেখ হাসিনা বলেন, পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি বিভাগীয় শহরে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করবে সরকার। আমরা দেশের ইতিহাসে প্রথম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করি। সম্প্রতি রাজশাহী ও চট্টগ্রামে নতুন দু'টি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় করা হচ্ছে। সিলেটেও আরও একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, চিকিৎসার জন্য দেশে পর্যাপ্ত চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। তবে ডাক্তারদের কথা-বার্তা এবং পরিচর্যায়ও অর্ধেক রোগ ভাল হয়ে যেত পারে, সেদিকে আমাদের চিকিৎসকদের একটু বিশেষ যত্নবান হতে হবে। ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে মরণাপন্ন রোগীদের সেবা দেওয়া হয় বলে এখানকার চিকিৎসাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, এখানে যারা কাজ করেন তাঁদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে হয়। তবে যতটা ঝুঁকিমুক্ত থেকে চিকিৎসা দেওয়া যায় সেই বিষয়টাও যেমন দেখতে হবে, আবার রোগীদের চিকিৎসাটাও দেখতে হবে।

এসময় প্রধানমন্ত্রী হাসপাতালে বাড়তি ভিজিটরের আগমনকে নিরুৎসাহিত করে বলেন, এতে যে কোন সময় রোগীর ক্ষতি বা ইনফেকশন হতে পারে। তিনি বলেন, অনেক সময় দেখা যায় ক্যামেরাসহ অপারেশন থিয়েটারে মিডিয়া ঢুকে পড়ছে। আত্মীয়-স্বজন, ভিজিটার যাচ্ছে, ভাত-মাছের মতো। তিনি ক্রিটিক্যাল রোগীর ক্ষেত্রে ভিজিটরদের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করার আহবান জানিয়ে বলেন, কই বিদেশেতো এভাবে রোগী দেখতে দেওয়া হয় না। প্রয়োজনে ভিজিটর কর্নার থাকবে, সেখানে মনিটরে রোগী দেখে আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জনেরা চলে যাবে অথবা গ্লাসের বাইরে থেকে রোগী দেখবে।

তার সরকারের গড়ে তোলা ডিজিটাল বাংলাদেশে টেলিমেডিসিন চালু হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা চালু থাকায় টেলিমেডিসিনে আমরা অনেকদূর এগিয়েছি। আগামী মাসে আমাদের নিজস্ব উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু-১ মহাকাশে উৎক্ষপণ হলে আমরা তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আরো একধাপ এগিয়ে যাব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণকালে দেশে মোট সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ছিল ১৪টি যা বর্তমানে ৩৬টিতে উন্নীত হয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৬৯টি। সরকারি-বেসরকারি মিলে ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা ২৮টি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় দেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, তার

সরকার স্বাস্থ্যসেবা গ্রামপর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সারাদেশে সাড়ে ১৮ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছে। সেখান থেকে ৩০ প্রকার ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং নিরলস প্রচেষ্টায় অটিজমের মতো মানবিক স্বাস্থ্য সমস্যাটি বিশ্বসমাজের দৃষ্টিতে আনা সম্ভব হয়েছে। অটিস্টিক শিশুদের সুরক্ষায় ২২টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন (বিএসসিসিএম)-এর সভাপতি অধ্যাপক ইউএইচ সাহেরা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগের সচিব ডা. সিরাজুল হক খান, বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, ক্রিটিকন বাংলাদেশ-২০১৮'র কংগ্রেস সভাপতি ডা. মীর্জা নাজিম উদ্দিন, বিএসসিসিএম-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এএসএম আরিফ আহসান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যগণ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ, সংসদ সদস্যগণ, সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, চিকিৎসক সমাজের প্রতিনিধিগণ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত